"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা বাবার স্মরণের চিন্তন এবং জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করো তবেই নতুন নতুন পয়েন্টস্ বের হতে থাকবে, খুশিতে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - এই ড্রামায় সবচেয়ে বৃহৎ অপেক্ষাও বৃহৎ চমৎকার কার এবং কেন?

*উত্তরঃ - ১) সবথেকে বড় চমৎকার হলো শিববাবার, কারণ তিনি তোমাদের সেকেন্ডে পরী বানিয়ে দেন। এমন পড়াশোনা করান যার ফলে তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাও। দুনিয়ায় এমন পড়াশোনা বাবা ব্যতীত আর কেউ পড়াতে পারে না। ২) জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসা, হোঁচট খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া, এ হলো বাবার কাজ। সেইজন্য ওঁনার মতন বিস্ময়কর চমৎকারী কার্য কেউ করতে পারে না।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাবা রোজ-রোজ বাচ্চাদের বোঝান আর বাচ্চারা নিজেদের আত্মা মনে করে বাবার কাছ থেকে শোনে। যেমন বাবা হলেন গুপ্ত তেমনই জ্ঞানও হলো গুপ্ত, কারোরই বোধশক্তিতে আসে না যে আত্মা কি, পরমপিতা পরমাত্মা কি। বাচ্চারা, তোমাদের পাকাপাকিভাবে অভ্যাস হয়ে যাওয়া উচিত যে আমরা হলাম আত্মা। বাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকেই শুনিয়ে থাকেন। এ'কথা বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে আর পার্ট প্লে করতে হবে। তাছাড়া কাজকর্মাদি (ধান্ধা) তো করতেই হবে। কেউ ডাকলে তখন অবশ্যই নাম ধরেই ডাকবে। নাম-রূপ আছে তবেই তো বলতে পারে। যাকিছু করতে পারে। কেবল এ'কথা পাক্কা করতে হবে যে আমরা হলাম আত্মা। সমস্ত মহিমা হলো নিরাকারের। যদি সাকারে দেবতাদের মহিমা থাকে তবে তাদেরকেও মহিমাযোগ্য বাবাই বানিয়েছেন। মহিমাযোগ্য ছিলেন, এখন পুনরায় বাবা মহিমাযোগ্য করে তুলছেন সেইজন্য নিরাকারেরই মহিমা রয়েছে। বিচার করা হয়ে থাকে, বাবার মহিমা কতখানি আর ওঁনার সার্ভিস কতখানি। তিনি হলেন সমর্থ, তিনি সব কিছুই করতে পারেন। আমরা তো অত্যন্ত সামান্য মহিমা করে থাকি। ওঁনার মহিমা তো অনেক। মুসলমানেরা বলে আল্লাহ্ মিঁঞা (ঈশ্বর) এ'ভাবে আজ্ঞা করেন। এখন আজ্ঞা রাখেন কার সামনে? বাচ্চাদেরকে আজ্ঞা করেন যারফলে তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাও। আল্লাহ্ মিঁঞা কারোর উদ্দেশ্যে তো আজ্ঞা করেছিলেন, তাই না ! বাচ্চারা, তোমাদেরকেই বুঝিয়ে থাকেন, যা কারোরই জানা নেই। তোমরা এখন জেনেছো তারপর এই নলেজই হারিয়ে যাবে। বৌদ্ধরাও এ'ভাবেই বলবে, খ্রীশ্চানরাও এ'ভাবেই বলবে। কিন্তু কি আজ্ঞা করেছিলেন, তা কারোর জানা নেই। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে অল্ফ আর বে (ঈশ্বর এবং বাদশাহী) সম্বন্ধে বোঝাচ্ছেন। আত্মারা বাবার স্মরণ ভুলতে পারেনা। আত্মা হলো অবিনাশী, তাই স্মরণও অবিনাশীই থাকে। বাবাও হলেন অবিনাশী। গাওয়া হয়ে থাকে, আল্লাহ্ মিঁঞা এ'রকম বলেছিলেন কিন্তু তিনি কে? কি বলতেন? তার কিছুই জানা নেই। আল্লাহ্ মিঁঞাকে পাথর-মাটির টুকরোয় বলে দিয়েছে তাহলে আর জানবে কিভাবে? ভক্তিমার্গে প্রার্থনা করে থাকে। এখন তোমরা বোঝো যে যারাই আসে, তাদেরকে সতো, রজো, তমোতে আসতেই হবে। খ্রাইস্ট, বুদ্ধ যারাই আসেন, তাদের পিছনে সকলকেই নামতে হবে। উত্তরণের(চড়া) কোনো কথা নেই। বাবাই এসে সকলকে তোলেন। সকলের সদ্গতিদাতা হলেন একজনই। আর কেউ সদগতি করতে আসে না। মনে করো ক্রাইস্ট এসেছেন, কাউকে বসে বোঝাবেন ! এইসকল কথাগুলিকে বোঝার জন্য ভালো বুদ্ধি চাই। নতুন-নতুন যুক্তি বের করা উচিত, মেহনত করতে হবে, রত্ন বের করতে হবে সেইজন্য বাবা বলেন বিচার সাগর মন্থন করে লেখো, তারপর পড়ো যে কি কি মিস হয়েছে ? বাবার যে পার্ট রয়েছে, তা চলতেই থাকবে। বাবা কল্প-পূর্বের নলেজ শুনিয়ে থাকেন। বাচ্চারা এ'কথা জানে যে যারা ধর্ম স্থাপন করতে আসেন তাদের পিছনে পিছনে তাদের ধর্মাবলম্বীদেরকেও নিচে নামতে হবে। তারা কাউকে চড়াবে কিভাবে ? সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতেই হবে। প্রথমে হলো সুখ, পরে হলো দুঃখ। এই নাটক অত্যন্ত সুন্দরভাবে বানানো রয়েছে। বিচারসাগর মন্থন করার আবশ্যকতা রয়েছে। ওরা কারোর সদগতি করতে আসে না। ওরা আসে ধর্ম স্থাপন করতে। জ্ঞানের সাগর হলেন একজন আর কারোর মধ্যে জ্ঞান নেই। ড্রামায় সুখ-দুঃখের খেলা তো সকলের জন্যই রয়েছে। দুঃখের থেকেও অধিক রয়েছে সুখ। ড্রামায় ভূমিকা পালন করেন তখন অবশ্যই সুখ থাকা উচিত। বাবার দুঃখ থোড়াই স্থাপন করবেন। বাবা তো সকলকে সুখ প্রদান করেন। বিশ্বের শান্তি চলে আসে। দুঃখধামে তো কখনো শান্তি থাকতে পারে না। শান্তি তখন পাওয়া যাবে যখন শান্তিধামে ফিরে যাবে। বাবা বসে বুঝিয়ে থাকেন। এ'কথা কখনো ভোলা উচিত নয় যে আমরা বাবার সঙ্গে রয়েছি। বাবা এসেছেন অসুর থেকে দেবতায় পরিণত করতে। এই দেবতারা সদগতিতে থাকেন, তখন বাকি সমস্ত আত্মারা মূললোকে থাকে। ড্রামায় সবচেয়ে বড় চমৎকার হলো অসীম জগতের বাবার, যিনি তোমাদের পরী বানিয়ে দেন। পড়াশোনার

মাধ্যমে তোমরা পরী হয়ে যাও। ভক্তি মার্গে মনে করে কিছুই নেই, মালা জপ করতে থাকে। কেউ হনুমানকে, কেউ কাউকে স্মরণ করে, তাদের স্মরণ করে লাভ কি ? বাবা বলেছেন -- 'মহারথী', তখন ওরা বসে হাতীর উপর সওয়ারী দেখিয়ে দিয়েছে। এ'সব কথা বাবাই বোঝান। বড়-বড় ব্যক্তিরা কোথাও গেলে তখন কত সমারোহের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানায়। তোমরা আর কাউকে অভ্যর্থনা করবে না। তোমরা জানো এই সময় সমগ্র বৃক্ষই জরাজীর্ণ। বিষের থেকেই জন্ম হয়। তোমাদের এখন ফিলিংস আসা উচিত যে সত্যযুগে বিষের কথা নেই।

বাবা বলেন -- আমি তোমাদেরকে পদ্মাপদমপতি বানিয়ে দিই। সুদামা পদ্মাপদমপতি হয়েছিল, তাই না ! সকলে নিজের জন্যই করে। বাবা বলেন এই পড়ার মাধ্যমে তোমরা কত উঁচু হয়ে যাও। ওই গীতা সকলেই শোনে, পড়ে। ইনিও পড়তেন কিন্তু যখন বাবা বসে শুনিয়েছেন তখন বিস্মিত হয়ে গেছেন। বাবার গীতার দ্বারাই সদগতি হয়েছে। মানুষেরা বসে-বসে এ'সব কি বানিয়েছে। বলে যে আল্লাহ্ মিঁঞা এ'রকম বলেছেন। কিন্তু বোঝে না কিছুই -- আল্লাহ্ কে? দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরাই ভগবানকে জানে না তাহলে যারা পরে আসে তারা কিভাবে জানবে। সর্বশাস্ত্রময়ী শিরোমনী গীতাকেই ভুল করে দিয়েছে তাহলে আর বাকি শাস্ত্রগুলির কি হবে? বাচ্চারা, বাবা যা আমাদেরকে শুনিয়েছেন তা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন তোমরা বাবার থেকে শুনে দেবতায় পরিণত হচ্ছো। পুরোনো দুনিয়ার হিসেব তো সকলকেই চুক্ত করতে হবে, তারপর আত্মা পবিত্র হয়ে যায়। ওদেরও কিছু হিসেব-নিকেশ থাকবে তখন তা চুক্ত করতে হবে। আমরাই সর্বপ্রথমে যাই তারপর সর্বপ্রথমে আসি। বাকি সকলেই সাজা ভোগ করে হিসেব-নিকেশ চুক্ত করবে। এই কথার মধ্যে বেশি যেও না। প্রথমে তো নিশ্চয় করাও যে সকলের সদগতিদাতা হলেন বাবা। টিচার, গুরুও হলেন সেই অদ্বিতীয় বাবাই। তিনি হলেন অশরীরী। ওই আত্মায় কত জ্ঞান আছে। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। ওঁনার কত মহিমা। তিনিও হলেন আত্মা। আত্মাই এসে শরীরে প্রবেশ করে। পরমপিতা পরমাত্মা ব্যতীত কেউই আত্মার মহিমা করতে পারে না। আর সকলেই দেহধারীদের মহিমা কীর্তন করবে। ইনি হলেন সুপ্রিম আত্মা। শরীর বিহীন আত্মার মহিমা একমাত্র নিরাকার বাপ ব্যতীত আর কারোর হতে পারে না। আত্মাতেই জ্ঞানের সংস্কার রয়েছে। বাবার মধ্যে কত জ্ঞানের সংস্কার রয়েছে। প্রেমের সাগর, জ্ঞানের সাগর..... এগুলো কি আত্মার মহিমা ? কোনো মানুষের এরকম মহিমা হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রথম স্থানাধিকারী প্রিন্স। বাবাই এসে বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করেন সেই জন্য ওঁনার মহিমা গায়ন করা হয়ে থাকে। শিব-জয়ন্তী হলো হীরেতুল্য। ধর্ম-স্থাপকেরা আসে, কি করে ? মনে করো খ্রাইস্ট এসেছে, সেই সময় খ্রিস্টানরা তো থাকে না। কাকে কি নলেজ দেবে? তখন বলবে চালচলন ভালো করো। এ তো অনেক মানুষই বোঝাতে থাকে। এছাড়া সদগতির নলেজ কেউ দিতে পারে না। তাদের নিজের নিজের পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। সতো, রজো, তমোতে আসতেই হবে। এলেই খ্রীষ্টানদের চার্চ কিভাবে নির্মিত হবে? যখন অনেক হয়ে যাবে, ভক্তি শুরু হবে তখন চার্চ নির্মাণ করবে। তারজন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। যুদ্ধের জন্যও অর্থ চাই। সেইজন্য বাবা বুঝিয়ে থাকেন, এ হলো মনুষ্য সৃষ্টিরূপী বৃক্ষ। বৃক্ষ কখনো লক্ষ লক্ষ বছরের হয় কি ? হিসেব করা যায় না। বাবা বলেন -- হে বাচ্চারা, তোমরা কত অবুঝ ছিলে। এখন তোমরা বোধসম্পন্ন হয়ে যাও। প্রথম থেকেই তৈরি হয়ে আসো, রাজ্য করার জন্য। ওরা তো একলা আসে, তারপর বৃদ্ধি হতে থাকে। বৃক্ষের ফাউন্ডেশন হলো দেবী-দেবতা, তার থেকে আবার তিনটি টিউব বের হয়। তারপর ছোট ছোট মঠ-পন্থ আসে। বৃদ্ধি হতে থাকে তারপর তার কিছু মহিমাও হয়। কিন্তু লাভ কিছুই নেই। সকলকে নিচে আসতেই হবে। তোমাদের এখন সমগ্র নলেজ প্রাপ্ত হচ্ছে। বলা হয়ে থাকে -- গড ইজ নলেজফুল। কিন্তু নলেজ কি -- তা কারোর জানা নেই। এখন তোমরা নলেজ পাচ্ছো। ভাগ্যশালী রথ তো অবশ্যই চাই। বাবা সাধারণ শরীরে আসেন, তখনই ইনি ভাগ্যশালী হন। সত্যযুগে সকলেই পদ্মাপদম ভাগ্যশালী হয়। এখন তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো, যার দ্বারা তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হয়ে যাও। জ্ঞান তো একবারই প্রাপ্ত হয়। ভক্তিতে তো ধাক্কা খেতে থাকে, অন্ধকার রয়েছে। জ্ঞান হলো দিন, দিনে ধাক্কা খায় না। বাবা বলেন অবশ্যই ঘরে গীতা পাঠশালা খোলো। এমন অনেকেই আছে যারা বলে আমরা তো (জ্ঞান) গ্রহণ করি না, অন্যদের জন্য জায়গা দিয়ে থাকি। সেও ভালো।

এখানে অত্যন্ত সাইলেন্স থাকা উচিত। এ হলো হোলিয়েস্ট অফ হোলি ক্লাস। যেখানে শান্তিতে তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। এখন আমাদের শান্তিধামে যেতে হবে। সেইজন্য বাবাকে অতি প্রেমপূর্বক স্মরণ করতে হবে। সত্যযুগে ২১ জন্মের জন্য তোমরা সুখ-শান্তি দুই-ই পাও। অসীম জগতের বাবা হলেন অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদানকারী। তাহলে এ'রকম বাবাকে ফলো করা উচিত ! অহংকার আসা উচিত নয়, তা পতন ঘটায়। অত্যন্ত ধৈর্যসম্পন্ন অবস্থা চাই। হঠ (অহংকার) নয়, দেহ-অভিমানকে হঠ বলা হয়ে থাকে। অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। দেবতারা কত মিষ্টি, কত আকর্ষণ করে। বাবা তোমাদের এইরকম বানিয়ে দেন। তাহলে এ'রকম বাবাকে কতখানি স্মরণ করা উচিত। বাচ্চাদের তাহলে এ'কথা বারবার স্মরণ করে প্রফুল্লিত থাকা উচিত। এঁনার তো নিশ্চয় আছে যে আমি শরীর ত্যাগ করে এমন (লক্ষ্মী-নারায়ণ)

হবো। এইম অবজেক্টের চিত্র সর্ব প্রথমে দেখতে হবে। ওরা তো হলো শিক্ষাদানকারী দেহধারী টিচার। এখানে শিক্ষাদানকারী হলেন নিরাকার বাবা, যিনি আত্মাদের পড়ান। এই চিন্তন করলেই আনন্দ হয়। এঁনার এই নেশা থাকতো যে ব্রহ্মাই বিষ্ণু, বিষ্ণুই ব্রহ্মা কিভাবে হয় ? এই আশ্চর্যজনক কথাগুলি তোমরাই শুনে ধারণ করে তারপর শোনাও। বাবা তো সকলকেই বিশ্বের মালিক করে দেন। এছাড়া একথা তো বুঝতে পারে যে রাজত্বের উপযুক্ত কে কে হবে। বাবার কর্তব্য হলো বাচ্চাদের উপরের দিকে তুলে নিয়ে যাওয়া। বাবা সকলকেই বিশ্বের মালিক করে দেন। বাবা বলেন আমি বিশ্বের মালিক হই না। বাবা এই মুখের দ্বারা বসে নলেজ শুনিয়ে থাকেন। আকাশবাণী বলে কিন্তু অর্থ বোঝেনা। প্রকৃত আকাশবাণী তো হলো এ'টাই, যা বাবা উপর থেকে এসে এই গো-মুখের দ্বারা শুনিয়ে থাকেন। এই মুখের দ্বারা বাণী নিঃসৃত হয়।

বাচ্চারা অত্যন্ত মিষ্টি । বলে বাবা আজ টোলি (ভোগ) খাওয়াও। অনেক টোলি রয়েছে বাচ্চারা । ভালো বাচ্চারা বলবে আমরা হলাম বাচ্চাও আবার সার্ভেন্টও। বাচ্চাদের দেখে বাবার অত্যন্ত খুশি হন। বাচ্চারা জানে যে সময় অতি অল্প রয়েছে। এতো যে বোমা বানানো হয়েছে, তা এমনভাবে ফেলে দেবে কি? যা কল্পপূর্বে হয়েছিল তা পুনরায় হবে। মনে করে বিশ্বে শান্তি হোক। কিন্তু এ'ভাবে তো হতে পারে না। বিশ্বে শান্তি তোমরা স্থাপন করো। তোমরাই বিশ্বের বাদশাহীর প্রাইজ পাও। প্রদানকারী হলেন বাবা। যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করো। শারীরিক বলের দ্বারা বিশ্বের বিনাশ হয়। সাইলেন্সের দ্বারা তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের অবস্থা অত্যন্ত ধৈর্যসম্পন্ন করতে হবে। বাবাকে ফলো করতে হবে। কোনো কথায় অহংকার দেখানো উচিত নয়। দেবতাদের মতন মিষ্টি হতে হবে।

২) সদা প্রফুল্লিত হয়ে থাকার জন্য জ্ঞানকে স্মরণ করতে থাকো। বিচার সাগর মন্থন করো। আমরা হলাম ভগবানের সন্তান, আবার সার্ভেন্টও -- এই স্মৃতির দ্বারা সেবায় তৎপর থাকো।

বরদানঃ- 'মন্মনাভব'-র সাথে 'মধ্যাজীভব' মন্ত্রের স্বরূপে স্থিত থাকা মহান আত্মা ভব

বাচ্চারা, তোমাদের 'মন্মনাভব'-র সাথে 'মধ্যাজীভব'-রও বরদান রয়েছে। নিজেদের স্বর্গের স্বরূপ স্মৃতিতে রাখা -- একেই বলা হয় 'মধ্যাজীভব'। যে নিজের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি গুলির নেশায় থাকে, সে-ই 'মধ্যাজীভব' মন্ত্রের স্বরূপে স্থির থাকতে পারে। যে 'মধ্যাজিভব', সে 'মন্মনাভব' তো হবেই। এ'রকম বাচ্চাদের প্রতিটি সংকল্প, প্রতিটি বাণী আর প্রতিটি কর্ম মহান হয়ে যায়। স্মৃতি স্বরূপ হওয়া মানেই মহান আত্মা হওয়া।

স্লোগানঃ- খুশি হলো তোমার স্পেশাল ঐশ্বর্য (খাজানা), এই ঐশ্বর্যকে কখনো ত্যাগ ক'রো না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;